যুগান্তর

তারিখ 19 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট তীব্র

মুশতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তীব্র শিক্ষক সংকট চলছে। একদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে কর্মরত শিক্ষকদেরও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নানা পন্থায় কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজ করছে বেহাল দশা। বিঘ্নিত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম। জানা গেছে, দেশে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯টির এক হাজার ৬শ'র বেশি শিক্ষক বর্তমানে দেশেই নেই। তারা সবাই উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশ গেছেন। এছাড়া আরও দুই সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও সহস্রাধিক শিক্ষক। এর বাইরে ৪৫৫ জন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। একইভাবে শিক্ষাছুটি নিয়ে 'লাপাত্তা' হয়ে আছেন আরও ৪৪০ জন। সব মিলিয়ে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ৭৩৫ শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক কোন না কোনভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' প্রবণতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সার্বিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের নানা পন্থায় কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মধ্যে শিক্ষা, অর্জিত, ঐচ্ছিকসহ বিভিন্ন ধরনের ছুটি এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো, এনজিও বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক, অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষক, নিয়োগ কমিটির সদস্য হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের 'খ্যাপ-বাণিজ্য' রয়েছে। এর বাইরে সভা-সমিতি-সেমিনার বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক-প্রোগ্রাম তো রয়েছেই। জানা গেছে, এর মধ্যে খ্যাপ নিয়ে ডুবে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণে শিক্ষকরা একদিকে অসত্য তথ্য দিয়ে ছুটি নিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুবে যাচ্ছেন, অন্যদিকে ছুটি না নিয়েও মূল প্রতিষ্ঠানে ফাঁকি দিয়ে অনেকে ক্লাস নিচ্ছেন সেখানে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও উদ্যোক্তারা অভিযোগ করেছেন, তাদের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মূল ভরসা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু তাদের প্রায় সবাই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়িত। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতি 'অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ'-এর সহসভাপতি আবুল কাসেম হায়দার জানান, অনেক শিক্ষকই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়িত হন। যে কারণে তারা কোন প্রতিষ্ঠানকেই ঠিকমতো সময় দেন না। তিনি বলেন, এমনিতেই শিক্ষকের চরম সংকট রয়েছে। স্থায়ী শিক্ষক তো বটেই, খণ্ডকালীন শিক্ষকও কম রয়েছেন। কিন্তু এর পরও সরকার নতুন আরও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ অবস্থায় মানসম্মত শিক্ষা কতটুকু নিশ্চিত হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটি ও অনুপস্থিতির ঘটনা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষাছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কোন বিভাগের সর্বাধিক ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক ছুটিতে যেতে পারবেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। সূত্র জানায়, এভাবে প্রতিবাদ আসায় সরকার প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার না করলেও বিষয়টি শিথিলভাবে দেখছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ১ হাজার ৮৯৯ জন। এর মধ্যে ৩১৬ জন শিক্ষা ছুটিতে, ২৬১ জন প্রেষণে আর ৫৫ জন আছেন অননুমোদিত ছুটিতে। বুয়েটে শিক্ষকের পদ ৬৪৯টি। কিন্তু কর্মরত আছেন মাত্র ৩০১ জন। অর্ধেকেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের ছুটিতে। ইউজিসির ওই রিপোর্টে দেখা যায়, এভাবে জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,

সংকট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সংকট : শিক্ষক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সিলেটের শাহজালাল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটির হার বেশি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও ছুটির মিছিল বড়। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের এই 'ছুটি-বাণিজ্য' এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষক রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে অন্তর্দলের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন একচেটিয়া এই অন্যায় কাজে সমর্থন দিয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের আপত্তির বিষয়টি দেখা কিংবা তাদের অধিকার নিশ্চিত করার কেউ নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালে সে ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের বলি হয় সংশ্লিষ্টরা। এক্ষেত্রে নম্বর কম দিয়ে অনেকের জীবনেই 'সর্বনাশ' ঘটিয়ে দেয়ার ঘটনা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা এক প্রকার মুখ বুজেই সহ্য করে সবকিছু। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ হাজার ৭৩৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে সাড়ে ৪ সহস্রাধিক শিক্ষকই পাঠদানের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। ইউজিসির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ১ হাজার ৬৪১ জন শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৫ জন আছেন প্রেষণে। বিদেশে অননুমোদিত বা বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে অবস্থান করছেন ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪০ জন। এছাড়া ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন প্রায় ৪ হাজার। সূত্র মতে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন পড়ানো শিক্ষকের প্রকৃত চিত্র আরও বেশি। আর এর চেয়েও লজ্জার তথ্য হচ্ছে, আয়ের একটি অংশ 'ওভারহেড চার্জ' হিসেবে দেয়ার ভয়ে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি বা অনাপত্তি (এনওসি) পর্যন্ত নেন না। এ ব্যাপারে ইউজিসি থেকে নির্দেশনা থাকলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তা মানে না। আবার অনেকে একই সঙ্গে একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত পড়িয়ে থাকেন। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজের 'আপন প্রতিষ্ঠানে' (যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অনবদ্য তিনি) কোনরকম হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন 'খ্যাপ'-বাণিজ্যে। আর এ কারণে কি পাবলিক আর কি প্রাইভেট— কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীই ওই শিক্ষককে ক্লাসের বাইরে সহায়তা নেয়ার জন্য খুঁজে পান না।

ইউজিসির বক্তব্য : সরকারের পক্ষে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-গবেষণা কার্যক্রম দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান ইউজিসি। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরীর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, তাদের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, যাদের প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের সময় বা তার আগে-পরে যদি শিক্ষার্থীরা তার শিক্ষককে ঠিকমতো পায়, ক্লাসকার্যক্রম তার গবেষণায় সমস্যা না হয়, তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক অবশ্যই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে পারেন